ভীমরতি

শশাঙ্কবাবুর ভীমরতি ধরেছে । এই নিয়ে আজকাল তিনি বেজায় চিন্তিত । অবশ্য বয়সটাও তো দেখতে হবে ! সপ্তাহখানেক আগেই তাঁর আশি বছরের জন্মদিন পালন হল । নাতি বিল্টু আবার সেটাকে 'ফোর টুয়েন্‌টি' বলে ফাজলামি মেরে একটা ছড়াও কাটল ।

বিরক্ত হলেও , জন্মদিনে আর নাতির উপর রাগ করতে পারেননি শশাঙ্ক । বরং বিল্টু যখন উৎসাহভরে তার নতুন ফোনের গুণাবলী দাদুকে বোঝাচ্ছিল - বেশ ভালোই লাগছিল । প্রযুক্তি কির'মভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছে সেটা বুঝতে পেরেছিলেন দিব্বি । ল্যাপটপ ব্যাপারটাই এখন অব্‌সোলিট হয়ে গেছে । এই তো - সবে মাস তিনেক হল বিল্টু ফোনটা কিনেছে । এর মধ্যেই নাকি ওই মডেলটা পুরনো হয়ে গেছে - নেক্সট জেনারেশন মডেল চলে এসেছে মার্কেটে । বিল্টুর মডেলের দাম তাই এখন প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে । নাকি 'স্পেশাল ডিস্কাউন্ট' - যত্তসব !

কিন্তু বিল্টুর ফোন নিয়ে হঠাৎ এত কথা কেন ? কি যেন ভাবছিলেন শশাঙ্ক ? হুম্ , মনে পড়েছে । ফাজিল ছড়া । তা , ছড়া লেখার শখ শশাঙ্করও ছিল একসময় । ছড়া নয় , কবিতা। দুটোর মধ্যে কি তফাৎ সেটা স্পষ্ট বোঝেন না শশাঙ্ক । তবু নিজের সৃষ্টিকে নেহাতই 'ছড়া' বলতে মনটা খুঁতখুঁত্ করে ।

কবিতা লেখাটা শুরু হয়েছিল কলেজ লাইফ্-এ । পরবর্তী জীবনে কাজের চাপে চর্চাটা বন্ধ হয়ে যায় । তবে যদ্দিন লিখেছেন , একেবারে ঠেসে লিখেছেন ! একটা ইয়া মোটা জাব্‌দা খাতা ছিল তাঁর - শুধুমাত্র কবিতা লেখার জন্য । লিখে লিখে প্রায় ভরিয়ে ফেলেছিলেন সেটা। সের'ম খাতা আজকাল আর পাওয়া যায় কিনা - কে জানে ! আজকাল তো সবাই টাচ্-স্ক্রিনেই কাজ সারে ।

না , না । পাওয়া যায় । পাড়ার সুপার-মার্কেটেই বোধহয় পাওয়া যায় । 'রেট্রো স্টেশনারিস্' সেক্‌শনে । ঠিক যেমনটি চাইছেন অমনটাই । দামটাও এমন কিছু না । একটা কিনলে হয়।

এই হয়েছে এক মুশকিল । চিন্তার খেই হারিয়ে যায় বারবার । আর কোনো সন্দেহ নেই, নিঘ্‌ঘাৎ ভীমরতি । আসলে এই ব্যাপারেই চিন্তাভাবনা করছিলেন শশাঙ্ক - যে ডাক্তার-টাক্তার

©Gogol Ghoshal

দেখানো দরকার কিনা । সেখান থেকে চলে এল খাতা কেনার প্রসঙ্গ ! ইদানিং খুব বেশীরকম হচ্ছে এটা । কোনো বিষয়েই বেশীক্ষণ মনোযোগ দিতে পারেন না । ব্যাপারটা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেছে । কাউকে একটা কন্‌সাল্ট করতেই হবে ।

কিন্তু কাকে বলবেন এসব কথা ? বাড়ির লোকেদের জানালে , অযথা চিন্তায় পড়বে সবাই। সরাসরি ডাক্তারের কাছে চলে যাবেন ? তা যেতে অবশ্য পারেন শশাঙ্ক । এই বয়সেও তাঁর স্বাস্থ্য যথেষ্ট ভালো । পোষা কুকুর বক্সারকে নিয়ে রোজ মর্নিং-ওয়াকে এখনো একাই বেরোন। বক্সারের বয়স বছর পাঁচেক । শশাঙ্ক-র খুব ন্যাওটা । বক্সারের জন্য একটা নতুন 'লিশ্' কেনার কথা অনেকদিন ধরেই ভাবছেন তিনি । আজকাল একধরণের নতুন লিশ্ বেড়িয়েছে। ফুট-দশেক লম্বা দড়ি-ওয়ালা । এতে আর মনিবকে কুকুরের পিছন পিছন দৌড়ে বেড়াতে হয় না । দরকার পড়লে আবার বোতাম টিপে লাটাইয়ের মতো দড়ি গুটিয়ে , কুকুরকে কাছে টেনে নিয়ে আসা যায় । ঐরকম একখানা কিনতে হবে ।

কিন্তু বক্সারের লিশ নয় , আসল কথা হচ্ছে শশাঙ্ক-র ডাক্তার । কোন ডাক্তারকে কন্‌সাল্ট করবেন শশাঙ্ক ? ভীমরতির চিকিৎসা কারা করতে পারে ? সাইক্রিয়াটিস্ট না সাইকো-অ্যানালিস্ট কিসব বলে - তারা ? মানে , শেষমেষ 'পাগলের ডাক্তার' ? না না! তার চেয়ে বরং , প্রথমে অর্ক-কে সব খুলে বলা যাক । ডাক্তার-মহলে ওর অনেক চেনাশোনা আছে । প্রয়োজন বুঝলে ও-ই স্পেশালিস্ট রেফার করে দেবে'খন । সেই ভালো ।

অর্কপ্রভ শশাঙ্ক-র পুরনো ছাত্র । মাঝে বহুদিন কোনো যোগাযোগ ছিল না । বছর তিনেক আগে এক অনুষ্ঠানবাড়িতে দেখা । প্রাক্তন শিক্ষককে দেখতে পেয়ে অর্কই এগিয়ে এসে প্রণাম করেন । শশাঙ্ক অবশ্য প্রথমে চিনতে না পেরে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন । স্বাভাবিক। সদ্য মাধ্যমিক পাশ করা ছাত্র অর্ক , আর এই ডঃ অর্কপ্রভ সেনগুপ্ত-র মধ্যে অনেক তফাৎ। বর্তমানে বিরাট এক কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর অর্কপ্রভ ।
''মোটামুটি , জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ - সবরকম ইন্ডাস্ট্রি-র সাথেই আমরা যুক্ত বলতে পারেন'', মৃদু হেসে বলেছিলেন অর্ক ।

সাধারণতঃ এসব আকস্মিক সাক্ষাতের কয়েকদিন পরেই যোগাযোগটা ফের হারিয়ে যায় । অর্ক কিন্তু নিয়মিত স্যার-এর খোঁজখবর নিয়ে গেছেন । শুধু কি তাই ! গতবছর যখন শশাঙ্ক-র বুকে পেস্‌মেকার বসানোর প্রয়োজন পড়ল , তখন এই অর্কপ্রভ-ই তো ছুটোছুটি করে সব

©Gogol Ghoshal

ব্যবস্থা করে দিলেন । অর্ক-র কোম্পানির দেওয়া 'সিনিয়র সিটিজেন' এর কোটায় অপারেশন হল নির্বিঘ্নে - এবং নামমাত্র খরচে । প্রাক্তন ছাত্রকে সেদিন প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন শশাঙ্ক , গর্বে তাঁর বুক ফুলে উঠেছিল ।

***** ***** *****

''এ বয়সে ওরকম একটু হতেই পারে । ও নিয়ে একদম টেন্‌শন করবেন না । স্ট্রেন বেশী নেবেন না । রিল্যাক্স করুন , গান শুনুন , নাতির সাথে গল্প করুন - মোট কথা , আনন্দে থাকুন'' - এইসব বলে-কয়ে অনেক কষ্টে স্যারের চিন্তা দূর করেছেন অর্কপ্রভ । আশ্বস্ত হয়ে অবশেষে শশাঙ্ক বাড়ি রওনা দিয়েছেন - এই সবে মিনিট-তিনেক হল ।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে , হাত দুটোকে উপরে তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন অর্কপ্রভ । তারপর ঘরের অন্যপ্রান্তে বসা অ্যাসিস্ট্যান্টের দিকে তাকালেন -
''কি মনে হয় , অনির্বাণ ? আসল কারণটা উনি ধরতে পেরেছেন ?''

''মনে তো হয়না , স্যার । জানা না থাকলে , ব্যাপারটাকে পেস্‌মেকার অপারেশনের সাথে কানেক্ট করাটা বেশ কঠিন ।''
কথাটা বলার পরেই কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে অনির্বাণের ।
''কিন্তু স্যার , যদি - মানে কোনোভাবে যদি - উনি ব্যাপারটা ধরে ফেলেন ? তখন?''

অভয় দেওয়া হাসি হাসলেন অর্কপ্রভ । অনির্বাণ ছেলেটি সবে কিছুদিন হল ভলান্টিয়ার হয়ে জয়েন করেছে । খুব সিন্‌সিয়ার ছেলে । এই কয়েকদিনের মধ্যেই অর্ক-র বেশ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে । তবে দোষের মধ্যে - অল্পতেই ঘাবড়ে যায় ।
''ধরে ফেললেই বা কি এমন হবে ? অপারেশনের আগে যে 'টার্ম্‌স অ্যান্ড কন্ডিশন্‌স' চুক্তিবদ্ধ হয় , তাতে ব্রেন ইম্‌প্লান্ট-এর কথাটাও স্পষ্টভাবে লেখা ছিল । শশাঙ্কবাবু সজ্ঞানে তাতে সই করেছিলেন । চৌত্রিশ পাতার এগ্রিমেন্ট্‌ পুরোটা যদি খুঁটিয়ে না পড়েন তিনি - তার দায় তো আর কোম্পানির নয় !'' অ্যাসিস্ট্যান্টকে আশ্বস্ত করলেন অর্ক ।

''আচ্ছা স্যার , একটা প্রশ্ন করব ? এই ব্রেন ইম্‌প্লান্টের ব্যাপারটা খোলাখুলি সকলকে জানানো হচ্ছে না কেন ? মানে , এটা তো একটা ঢাকঢোল পেটানোর মতো ঘটনা । তাই না ?''

©Gogol Ghoshal

প্রশ্নটা শুনে একটু খুশীই হলেন অর্কপ্রভ । এই কৌতুহলী মনোভাবটা বেশ অ্যাপ্রিশিয়েট করেন তিনি । একটু নড়েচড়ে বসে , চেয়ারের হাতলে কনুইয়ের ভর দিয়ে - একেবারে গোড়া থেকে বলতে শুরু করলেন অর্ক ।
''দ্যাখো , ইম্প্লান্টের ব্যাপারটা সেরকম নতুন কিছু নয় । দেহের ভিতর ওয়্যারলেস নেট্ওয়ার্ক-ওয়ালা ইম্প্লান্টের প্রয়োগ বেশ পুরনো - বছর দশেক আগে , সেই ২০০৬ সাল থেকে শুরু হয়েছিল । জানো বোধহয় ?''

''হ্যাঁ , মানে , এই যেমন - শরীরের মধ্যে বসানো আর্টিফিসিয়াল ইন্সুলিন পাম্প্কে রিমোট কন্ট্রোলে নিয়ন্ত্রণ করে ডায়াবেটিস্কে বাগে রাখা । তাই তো ?''

''এক্জ্যাক্টলি । তা , সেসবের পর জোরকদমে গবেষণা শুরু হয় ব্রেন ইম্প্লান্ট নিয়ে । প্রথমে ভাবা হয়েছিল , ইম্প্লান্টের সাহায্যে ব্রেন-এর ডিরেক্ট ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন লিঙ্ক্ স্থাপন করা হবে একটা সেন্ট্রাল সার্ভারের সাথে ।''

''মানে মগজের মধ্যে মোবাইল ফোন ?''

''কার্যত তাই-ই । ব্যাপারটা ঠিকমতো ইম্প্লিমেন্ট করা গেলে আর মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে ঘোরার প্রয়োজন হতো না। কিন্তু বাদ সাধল মেডিক্যাল বোর্ড। ব্রেন-এর ভিতর কন্স্ট্যান্ট রেডিও ট্রান্স্মিশন-এর অনুমতি পাওয়া গেল না । তাই আইন সংশোধনের ভারটা আপাতত কোম্পানির লবিইস্ট্-দের উপর ছেড়ে দিয়ে , গবেষণার লক্ষ্য হয়ে দাড়াল ইম্প্লান্টের সাহায্যে মস্তিষ্কে নতুন ডেটা রেকর্ড করা । মানে প্রোগ্রামারদের ভাষায় রিড্-রাইট ।''

''তার মানে তো - ''

অনির্বাণের প্রশ্নটা হাতের ইশারায় মাঝপথে থামিয়ে দিলেন অর্কপ্রভ ।
''কিন্তু , দেখা গেল , মস্তিষ্কে নতুন স্মৃতি তৈরী করার পদ্ধতিটা একটু বেশীই জটিল । ঐ ব্যাপারে আরও অনেক গবেষণা প্রয়োজন । তবে তার মানে এই নয় যে ব্রেন ইম্প্লান্টের প্রজেক্ট্-টা ব্যর্থ । বরং , মস্তিষ্কে আগে থেকে জমে থাকা স্মৃতিভান্ডারের নানা প্যাটার্ন-কে ঠিকঠাক রেকগ্নাইস করে , সার্চ অ্যান্ড ইন্ডেক্সিং-এর কাজে দারুণ সাফল্য পাওয়া গেল।

©Gogol Ghoshal

সেই প্রযুক্তিটাকেই এখন বিভিন্ন অভিনব উপায়ে কাজে লাগানো হচ্ছে ।
আসলে রোজই নতুন নতুন হাজারো তথ্য চোখে দেখে অথবা কানে শুনে আমাদের মগজে ঢোকে , যার বেশীরভাগই আমরা বাতিল করে দিই - 'মনে রাখি' না । সেইসব তথ্য কিন্তু জমা থেকে যায় মনের অবচেতনে । কোনো একটি বিষয় সংক্রান্ত যাবতীয় জমা তথ্য অবচেতন স্মৃতি থেকে বাছাই করে নিয়ে চিন্তার কেন্দ্রস্থলে হাজির করা - এক্ষেত্রে ইম্প্লান্টটি দারুণভাবে সফল ।
ধরা যাক্ , তোমার একদিন প্রবল ইচ্ছে হল ডাঁটা-চচ্চড়ি খাওয়ার । ইম্প্লান্টের কল্যাণে দুম্ করে তোমার মনে পড়ে যাবে - ছোটবেলায় মায়ের মুখে শোনা রেসিপি , অথবা মাসখানেক আগে ম্যাগাজিনে চোখ বোলানোর সময়ে দেখা কোনো এক নামী বাঙালী রেস্তোঁরার ঠিকানা! কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না , ইন্টারনেট সার্চ করতে হবে না - শুধু একটু চিন্তা করলেই কেল্লা ফতে ! যুগান্তকারী প্রযুক্তি , তাই না ?''

''এসব কথা তো আমরা জানি স্যার । কিন্তু এগুলো প্রেস্ কন্ফারেন্স্ ডেকে অ্যানাউন্স্ করা হচ্ছে না কেন ?''
অধৈর্য হয়ে বলে উঠল অনির্বাণ ।

''হচ্ছে না তার কারণ আছে । 'প্রো-প্রাইভেসি' নিন্দুকের দল এমনিতেই ওত্ পেতে থাকে - সুযোগ পেলেই বিক্ষোভ শুরু করে দেবে । তার উপর আছেন শশাঙ্কবাবুর মতো কিছু প্রাচীনপন্থী লোক । তাঁর 'ভীমরতি'-র আসল কারণ যে এই কোম্পানি - সেটা জানলে পরে উনি খুব খুশী হবেন ভেবেছ ? অথচ , এতে কিন্তু আখেরে লাভই হচ্ছে - দরকারী সব তথ্য মুহূর্তের মধ্যে মনে এসে হাজির । আপত্তির কোনো কারণই থাকার কথা নয় । আসল কথা কি জান ? আসল ব্যাপার হল নতুন প্রযুক্তির প্রতি অকারণ সন্দেহ । তবে , ব্যবহার করতে করতে , কিছুদিন পরেই যখন অপরিহার্য হয়ে উঠবে ইম্প্লান্ট - তখন আর কিন্তু কিন্তু ভাবটা থাকবে না লোকের । তদ্দিন এই ব্যাপারে কিঞ্চিৎ লুকোচুরিটা দরকার ।''
উত্তরটা খুব একটা মনঃপূত হয়নি - অনির্বাণের মুখ দেখে বুঝতে পারলেন অর্কপ্রভ । গলাটা একটু খাটো করে বললেন -
''গোপনীয়তার অবশ্য আর একটা বড় কারণ আছে - কম্পিটিশন্ । রাইভাল কোম্পানিরা বেশী কিছু জেনে ফেলার আগেই যতটা সম্ভব মার্কেট দখল করতে হবে । কারণ ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তিই লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা গড়ে দেবে !''

©Gogol Ghoshal

''ব্যবসা ?'' অবাক চোখে তাকাল অনির্বাণ ।

''হুম্ , ব্যবসা । ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলি । মগজ ঘেঁটে তথ্য খুঁজে বার করার সময়ে এখনো কোনো বাছবিচার করে না ইম্প্লান্টটি - যা যা ইনফর্মেশন অবচেতনে লুকিয়ে ছিল, সব মনে পড়িয়ে দেয় । মানে আপাতত ঐভাবেই প্রোগ্রামিং করা হয়েছে । তবে মোটামুটি একটা সাইজেবল্ পপুলেশন-এ ইম্প্লান্ট বসানো হয়ে গেলেই , এ ব্যাপারে পাবলিসাইজ্ করা শুরু করবে কোম্পানি , এবং তার সাথে চালু হবে বিজ্ঞাপন গ্রহণ । চড়া দামে বিকোবে প্রথম মনে পড়ার 'স্লট্' । কারা কত টাকা দিচ্ছে , তার উপর ভিত্তি করে তৈরী হবে 'রিমেম্ব্র্যান্স্ র‍্যাঙ্কিং' । রোজ পথে-ঘাটে হয়তো তুমি ১৫-১৬টা আলাদা কোম্পানির পট্যাটো চিপ্সের বিজ্ঞাপন দ্যাখো , কিন্তু দরকারের সময়ে কোনটা তোমায় আগে মনে করাবে ইম্প্লান্ট - তা নির্ভর করবে ওই র‍্যাঙ্কিং-এর উপর । বোঝা গেল ?''

''আরিব্বাবা ! এ তো একেবারে - 'টার্গেটেড্ অ্যাড্ভার্টাইসমেন্ট্'-এর পরাকাষ্ঠা !'' চমৎকৃত হয়ে বলে উঠল অনির্বাণ ।

''তা বলতে পারো । আবার অনেকে হয়তো বলবে - এভাবে সাধারণ জনগণকে 'ম্যানিপুলেট' করা ঘোর অন্যায় । কিন্তু কথা হচ্ছে , ইম্প্লান্ট না থাকলে - দরকারী তথ্যটা তো চট্ করে মনেই পড়ত না । নাইমামার চাইতে কানামামা ভালো নয় কি ? তার উপর এই বিশেষ মামাটিকে কানা না বলে , বেশ সুদর্শন-সুপুরুষই বলা উচিত । কারণ , র‍্যাঙ্কিং-এর উপরদিকে স্বাভাবিকভাবেই থাকবে নামী-দামী কোম্পানির ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্ট - মোটেও আজেবাজে ফালতু জিনিস নয় । আর সবচেয়ে বড় কথা - এ তো শুধু ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসের কথা মনে করিয়ে দেওয়া মাত্র । জোর করে তো আর কাউকে কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে না ! ক্রয়-সিদ্ধান্তের স্বাধীনতাটা তো থাকছেই । আমরা তো আর কাউকে এক্সপ্লয়েট্ করছি না রে বাবা ! আফ্টার অল্ , আমাদের কোম্পানির 'মোটো' হল Don't be wicked ''
কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন অর্কপ্রভ । টেবিলে রাখা জলের গ্লাস্টা হাত বাড়িয়ে নিতে গিয়ে , রিস্ট্ওয়াচ-এর দিকে চোখ পড়ল তাঁর ।
''আরে ! ব্রেক-এর টাইম হয়ে গেছে । চলো , আজ লাঞ্চটা আমার সাথেই করে নাও ।''

''থ্যাঙ্ক্ ইউ স্যার । কিন্তু আজ বরং থাক । এখন আমায় একটু বেস্মেন্ট-এ যেতে হবে।''

©Gogol Ghoshal

‘‘বেস্‌মেন্ট ? এখন ?’’

‘‘হ্যাঁ স্যার । আসলে - ওই যে আপনি কোম্পানির মোটো-র কথা বললেন একটু আগে, তাতেই মনে পড়ল - আজ বেস্‌মেন্টে কোম্পানির লোগো আর মোটো লেখা ‘এক্সক্লুসিভ’ টি-শার্ট পাওয়া যাচ্ছে । ভাইয়ের জন্য একটা কিনে নিয়ে যাব ভাবছি । বেশী দেরী করলে হয়তো আর পাব না । আসছি স্যার’’, বলে বিদায় নিল অনির্বাণ ।

অর্কপ্রভ একটু মুচ্‌কি হাসলেন । অনির্বাণের ব্রেন ইম্‌প্লান্টটা ‘ডেভেলাপার্স ভার্সান্’ - মানে মার্কেটে রিলিজ্ করার আগে সফ্‌টওয়্যারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ওতে করা হয় । এখন রিমেম্‌ব্র্যান্স্ র‍্যাঙ্কিং-এর ‘বিটা টেস্টিং’ চলছে । বাইরের কোথাও থেকে এখনো বিজ্ঞাপন নেওয়া শুরু হয়নি , তাই র‍্যাঙ্ক ১ -এ আপাতত কোম্পানি স্বয়ং ।

~ সমাপ্ত ~

©Gogol Ghoshal